কোড নং: ঢাবি ৯২, কোট বাড়ি দুর্গ/ রোয়াইলবাড়ি দুর্গ

অবস্থান:

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা সদর হতে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে রোয়াইলবাড়ি। নান্দাইল চৌরাস্তা থেকে প্রায় ১৮ কিমি দক্ষিণ পূবে নান্দাইল- কেন্দুয়া পাকা সড়কের উপর অবস্থিত সাহিতপুর বাজার। সাহিতপুর বাজার থেকে প্রায় ৫ কিমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে এবং আঠার বাড়ি রেলস্টেশন থেকে ১০ কিমিঃ উত্তর পূর্বে রোয়াইলবাড়ি দূর্গ অবস্থিত।

কোট বাড়ি দুর্গ/ রোয়াইলবাড়ি দুর্গ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

রোয়াইলবাড়ি দুর্গ কোটবাড়ি দুর্গ নামেও পরিচিত। খ্রিস্ট্রীয় ১২৫৭ সালে রোয়াইলবাড়ি ছিল ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ভাগ অর্থাৎ পূর্ব ময়মনসিংহ এবং তা ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বলবৎ ছিল। শ্রী কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ''ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থে" মজিদ জালাল ও ঈসা খাঁ নাসিরুজিয়াল পরগনা, রোয়াইল বাড়ি জয় করেছিলেন এবং এটা ছিল দেয়ালঘেরা আবাসভূমি। মুসলিম যুগের শুরুতে রোয়াইল বাড়ি দূর্গটি সৈন্যবাহিনী এবং পদাতিক বাহিনীর আউটপোস্ট বা সীমান্ত চৌকি ছিল বলে ধারণা করা হয়।

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ দুর্গের আয়তন ৫৩৩.২৩ মিটার (উ-দ) ৰ ৩২৭.৫৭ মিটার(পূ-প)। এ দুর্গের পশ্চিমে রয়েছে বর্তমানে মৃতপ্রায় বেতাই নদী। এ নদী থেকে পরিখা কেটে দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিক সুরক্ষিত করা হয়েছে। মাটির প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত এই দুর্গের ভিতরে রয়েছে আরও দুটি ইট নির্মিত (সম্ভবত) প্রাচীর। মাটির প্রাচীর ছাড়া আমরা এ দুটো প্রাচীরকে বহি:প্রাচীর ও অন্ত:প্রাচীর হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এই বহি:প্রাচীরটিই ছিল দুর্গের প্রধান সুরক্ষা প্রাচীর। পূর্ব দিকে পাশাপাশি অবস্থিত দীঘি দুটির মাঝখানে দুর্গে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশ পথ ছিল যা বর্তমানে প্রায় বিলীন এবং দৃশ্যমান নয়। স্থানীয়ভাবে এই প্রবেশ পথটি সিংহ দরজা হিসেবে পরিচিত।

কোড নং:- ঢা.বি ৮৭, বুরুজ টিবি

অবস্থান:

নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইল বাড়ি গ্রামে কোটবাড়ি দুর্গাভ্যন্তরে বুরুজ টিবি অবস্থিত।জেলা সদর থেকে ৩৩ কিমি দক্ষিণে এবং উপজেলা সদর থেকে ১০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে কোটবাড়ি দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত বুরুজ টিবি ।

বুরুজ ঢিবি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

বেতাই নদীর পূর্বে অবস্থিত রোয়াইল বাড়ি দুর্গাভ্যন্তরের উত্তর পশ্চিম কোনের বুরুজ ঢিবি দুর্গের একটি গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা। একসময় বুরুজ ঢিবি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ডিবির আকারে ছিল। পাশের সমতল ভূমি থেকে এই ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার এবং এর আয়তন ২৮ মিটার দ্ধ ২০ মিটার। বুরুজ ঢিবিতে উৎখননের মাধ্যমে আয়তাকার একটি ইমারত জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। ইমারতের উপরিভাগে দুটি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

কোড নং:ঢাবি ৯০, ছাদবিহীন ইমারত

অবস্থান :

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা সদর হতে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে রোয়াইলবাড়ি দুর্গ। এই দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোনে বুরুজ ঢিবি তার পূর্বে ছাদবিহীন ইমারত।

ছাদবিহীন ইমারত

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

বুরুজ ডিবির পাশেই ছাদ বিহীন ইমারত। ইমারতের খুব সামান্য অংশই এখন দাড়িয়ে আছে। যে অংশটুকু এখন দাড়িয়ে আছে সে অংশটুকু রোয়াইলবাড়ি ফাজিল মাদ্রাসার অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অংশটুকুতে পরবর্তীতে টিনের চালা দেয়া হয়। এ ভবন কখন কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না।তবে নির্মান বৈশিষ্ট্য থেকে ধারণা করা যায় এটি বুরুজ ঢিবির পরবর্তীকালে নির্মিত। খুব সম্ভবত ধ্বংসপ্রাপ্ত বুরুজ ঢিবির ইট সংগ্রহ করে এ ইমারত নির্মাণ করা হয়।ইমারতের দেয়ালে চুন সুরকির আস্তর দেখা যায়।

কোড নং: ঢাবি ৯১, বড় দেউড়ী বার দুয়ারি ঢিবি (মসজিদ)

অবস্থান:

নেত্রোকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজলো সদর হতে প্রায় ১২ কলিোমটিার দক্ষণি-পশ্চিমে রোয়াইলবাড়ি। নান্দাইল চৌরাস্তা থেকে প্রায় ১৮ কিমি দক্ষিণ পূর্বে নান্দাইল- কেন্দুয়া পাকা সড়করে উপর অবস্থতি সাহিতপুর বাজার। সাহিতপুর বাজার থেকে প্রায় ৫ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে এবং আঠার বাড়ি রেলস্টেশন থেকে ১০ কিমি উত্তর র্পূবে রোয়াইলবাড়ি র্দূগ অবস্থতি। এ রোয়াইলবাড়ি র্দুগাভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব কোনে বারদুয়ারি মসজদি অবস্থিত।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

রোয়ালবাড়ি দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় বারদুয়ারি মসজিদ অবস্থিত। এটি জেলা সদর থেকে ৩৩ কিমিঃ দক্ষিণে এবং উপজেলা সদর থেকে ১০ কিমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে। মসজিদটির বাইরের দিকের আয়তন ২১.৭৫ মিটার ৰ ১৭.২৫ মটাির।মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৪টি অলংকৃত মিহরাব এবং বাকি একটি সর্ব উত্তরের মিহরাবের স্থানে রয়েছে অলংকৃত একটি প্যানেল নকশা। মসজিদের ৪ কোনে চারটি অষ্টকোনাকৃতির কর্ণার টারেট রয়েছে। মসজিদের কেন্দ্রীয় তিনটি মিহরাবে অফসেট ছিল। মসজিদের অভ্যন্তরে দুটি সারিতে মোট ৮টি পাথরের পিলার রয়েছে। পিলার গুলির ভিত্তিদেশ মাত্র টিকে আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩ টি করে মোট ৬ টি এবং পূর্ব দেয়ালে ৫ টি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে কোন কোন স্থানে ইটের তৈরি পিলাষ্টার রয়েছে। মসজিদের গায়ে টেরাকোটার অলংকরণ রয়েছে।

পরিচিতি নং: ঢা.বি-৮৮, ডেঙ্গু মিয়ার সমাধি

অবস্থান:

নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলাধীন রোয়াইল বাড়ি গ্রামের একটি প্রাচীন স্থান রোয়াইল বাড়ি দুর্গ। এ দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোনে এবং বার দুয়ালী মসজিদ থেকে ৪৫ মিটার উত্তরে ডেঙ্গুঁমিয়ার সমাধি অবস্থিত।

ডেঙ্গু মিয়ার সমাধি

নিয়ামত বিবির মাজার

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

জেলা সদর থেকে ডেঙ্গুমিয়ার সমাধির দূরত্ব ৩৩ কিমি এবং উপজেলা সদর থেকে ১০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে । সমাধির আয়তন ৫ মিটার ছ ১.৪৬ মিটার। কিন্তু বর্তমানে সমাধিতে প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অবশেষ টুকুও নেই। স্থানীয় কিছু লোক অসৎ উদ্দেশ্যে সমাধিটি নতুনভাবে আধুনিক ইট দ্বারা নির্মাণ করেছেন। নির্মাণের সময় সমাধটির আকার আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডেঙ্গুমিয়া কে ছিলেন এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

পরিচিতি নং: ঢা.বি-৮৯, নিয়ামত বিবির মাজার

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইল বাড়ি ইউনিয়নের রোয়াইল বাড়ি গ্রামে বারদুয়ারী মসজিদ থেকে ৪৩ মিটার উত্তরে ইটের তৈরি একটি পাকা কবর আছে। এটি স্থানীয় ভাবে নিয়ামত বিবির মাযার নামে পরিচিত।